দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

বরকলে বেশিরভাগ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক সংকট!

□□রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষক সংকট। দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষক সংকটে ভেঙে পড়ছে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষক সংকটে বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পাঠদান না হওয়ায় দিন দিন বাড়ছে ঝরে পড়ার হার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে একজন কিংবা দুজন শিক্ষক দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। এতে বিদ্যালয়ের পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে জনপ্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকরা এসব অভিযোগ করছেন। উপজেলার সীমান্তবর্তী বড় হরিনা ইউনিয়নের ভাইমিটাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে ৪ জন শিক্ষকের পদ। ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ৬০ জন। তার মধ্যে বিগত ৫ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক ও ১ জন সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে শুন্য। মোঃ হানিফ নামে সহকারী শিক্ষক গত দেড় বছর হলো বদলী হয়ে অন্য স্কুলে চলে গেছেন। বর্তমানে সুব্রত চাকমা নামে এক সহকারী শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ওই শিক্ষক একার পক্ষে সম্ভব না হলেও বিদ্যালয়ে নামমাত্র পাঠদান দিয়ে আসছেন। অভিভাবকরা নিজেদের নগদ অর্থ ও জমির ধান দিয়ে গ্রামের ২জন অল্প শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ করে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান করাচ্ছেন বলে জানালেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুব্রত চাকমা।

সুবান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪ জন। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহাদাত্ উল্লাহ কর্মস্থলে থাকলেও সহকারী শিক্ষক তুষার চাকমা রয়েছেন প্রশিক্ষণে। সহকারী শিক্ষক বিশাখা চাকমা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। আগামী নভেম্বর মাসে যোগ দেবেন কর্মস্থলে। আর বাকী সহকারী শিক্ষক রিনা মারমা দেড় বছর হলো ডিপুটেশনে আসেন রাঙ্গামাটির আসামবস্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৭০ জন ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান দেয়া একজন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক শাহাদাত্ উল্লাহ।

ডুলুছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভূষণছড়া ইউনিয়নের চান্দবী ঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুয়ারীপাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ উপজেলার অপর বিদ্যালয়গুলোতেও প্রায় একই অবস্থা বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট যেমনি রয়েছে তেমনি অধিকাংশ শিক্ষক পরিবার-পরিজন নিয়ে জেলা সদরে থাকেন। জেলা সদর থেকে ইঞ্জিনচালিত বোট ভাড়া করে কর্মস্থলে যান। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময়সূচি। শিক্ষকরা ঘণ্টা দুয়েক ক্লাস করার পর আবার জেলা সদরে ফিরে আসেন।

বড়হরিণা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিলাময় চাকমা বলেন, তার ইউনিয়নটি দূর্গম হওয়ায় শিক্ষক সংকট বেশি। এ ব্যাপারে উপজেলার শিক্ষা কমিটি ও মাসিক সমন্বয় সভায় শিক্ষক সংকটের বিষয়টি বার বার উত্থাপন করার পরেও কোন সুরাহা হয়নি।

শিক্ষক সংকটের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল হান্নান পাটোয়ারী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগটি জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত। নিয়োগ বদলী ও ডিপুটেশন জেলা পরিষদ থেকে করা হয়। এতে আমার কিছু করার নেই।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ খোরশেদ আলম বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের বিষয়টি স্বীকার করে জানান, আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দিলে সংকট দুর করা সম্ভব হবে।

জেলা পরিষদের সদস্য ও প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির আহবায়ক অংসুইপ্রু চৌধুরী বলেন, শিক্ষক সংকট আছে। তবে মাস দুয়েকের মধ্যে নিয়োগ দিলে আর সংকট থাকবে না। বদলী ও ডেপুটেশনের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জানান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মতামত নিয়ে ও সুপারিশের মাধ্যমে বদলী ও ডিপুটেশনে দেয়া হয়। জেলা পরিষদ একক সিদ্বান্তে কোন কিছু করে না। তবে, আগামীতে শিক্ষকদের বদলী কিংবা ডিপুটেশন বন্ধ করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত